বিষয়বস্তুঃ আমাদের নামায কোন পর্যায়ের ?

রজব মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৭ রজব ১৪৪৫ হিজরী, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১২৯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ الٓمٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۞ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ۞ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ ۞ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ ১৪৪৫ হিজরীর রজব মাসের ৭ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, আমাদের নামায কোন পর্যায়ের নামায ?

মনে রাখবেন, সমস্ত ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল, নামায। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের মধ্যে একাধিক স্থানে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাযের কথা

আলোচনা করেছেন। সূরা বাকারার প্রথম ৬টি আয়াতে বলেছেনঃ

الٓمٓ ۞ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ۞ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ۞ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ ۞ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

"الٓمٓ' এর এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।" ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ "এই কিতাবের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।" هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ "এই কুরআন হল, মুত্তাকী অর্থাৎ পরহেযগারদের জন্য হিদায়ত।" الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ "মুত্তাকী তারা, যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে" وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ "এবং নামায কায়েম করে" وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ "আর আমি তাদের যে রুযী প্রদান করেছি, তার মধ্য থেকে তারা আমার রাস্তায় খরচ করে।" এ আয়াত দ্বারা জানা গেল, ঈমানের পর সর্বপ্রথম আমল হল, নামায। সেজন্য নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে ব্যক্তি ঈমান আনতেন, তাকে সর্বপ্রথম নামাযের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

সহীহ বুখারীর ৫২৭ নম্বর হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে

মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ اِلَى اللهِ ؟ "কোন আমলটি আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে অধিক প্রিয় ? তিনি বললেনঃ اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا "নামাযকে বিলম্ব না করে তার সময়ের মধ্যে আদায় করা।"

সুনানে নাসায়ীর ৪৬৬ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলটির হিসাব নেওয়া হবে, সেটা হল নামায। যদি তাঁর নামায পূর্ণ থাকে, তাহলে পূর্ণ বলে লেখা হবে। আর যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ "দেখ এর কোন নফল ও সুন্নত ইবাদত আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে নফল দিয়ে তা পুরন কর। এভাবে সমস্ত আমলের হিসাব নেওয়া হবে।" অর্থাৎ প্রত্যেক আমলের ফরযের মধ্যে যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে তা নফল দিয়ে পূর্ণ করা হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! আমাদের নামায আল্লাহর দরবারে কবূল হচ্ছে কি না, সেটা কি করে বুঝব ? অনুরূপভাবে আমাদের নামায কোন পর্যায়ের নামায ?

এ প্রশ্নের জবাব জানতে হলে মনে রাখতে হবে যে, মনযোগিতার দিক দিয়ে নামায ৪ প্রকার। (১) গাফিলতির নামায, (২) মুজাহাদার নামায, (৩) মুরাকাবার নামায, (৪) মুশাহাদার নামায। অর্থাৎ নামায কখনও গাফিলতির সাথে হয়। আবার কখনও মুজাহাদার সাথে হয়। আবার কখনও মুরাকাবার সাথে হয়। আবার কখনও মুশাহাদার সাথে হয়। প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

অনুরূপভাবে এই ৪ প্রকার নামাযের দিকে লক্ষ্য করে নামাযীও ৪ প্রকার। যে ব্যক্তি গাফিলতির সাথে নামায আদায় করে, তাকে বলা হয় গাফিল, অর্থাৎ আল্লাহ থেকে উদাসীন। আর যে ব্যক্তি মুজাহাদার সাথে নামায আদায় করে, তাকে বলা হয় সালিক, অর্থাৎ আল্লাহর পথের পথিক। আর যে ব্যক্তি মুরাকাবার সাথে নামায নামায পড়ে, তাকে বলে আরিফ, অর্থাৎ আল্লাহর পরিচিতি

লাভকারী। আর যে ব্যক্তি মুশাহাদার সাথে নামায আদায় করে, তাকে বলা হয় কামিল। আল্লাহর পথে পরিপূর্ণতা লাভকারী।

সুধী বন্ধুগণ ! এবার আমরা প্রত্যেকটি প্রকার একটু বিস্তারিত লক্ষ্য করি।

প্রথম প্রকারঃ গাফিলতির নামায।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, গাফিলতি মানে উদাসীনতা। আর যে ব্যক্তি গাফিলতির সাথে নামায পড়ে তাকে বলা হয় গাফিল বা উদাসীন ব্যক্তি। নামায সম্পর্কে গাফিলের অর্থ হল, নামাযের মধ্যে শুধুমাত্র তার ধড়টা হাজির থাকে। আর মনটা তার ঘোরাফেরা করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্মের মধ্যে। এই ব্যক্তির নামাযকে বলা হয়, গাফিলতির নামায।

এখন আমরা যদি নিজেদের নামাযের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা অধিকাংশ ধরা পড়ে যাব। কেননা বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসল্লীর নামাযে মন হাজির থাকে না। বরং বিভিন্ন চিন্তায় ঘোরাফেরা করে। খারাপ চিন্তার মধ্যেও

থাকতে পারে, আবার ভাল চিন্তার মধ্যেও থাকতে পারে। তবে যদি নামায ভঙ্গ হয়ে যায় এমন কোন বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহলে এই গাফিল ব্যক্তির নামাযও শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এর হিসাব একমাত্র আল্লাহ নিবেন। কেননা মানুষের মনের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তবে এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ নামাযের মধ্যে কুচিন্তা কিংবা দুনিয়ার খেয়ালা-ত যদি অনিচ্ছায় এসে যায়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তবে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ধেয়ানে মনোযোগ দিতে হবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃত অন্য চিন্তায় লিপ্ত হয়, কিংবা অনিচ্ছাকৃত খেয়াল পয়দা হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে দূর না করে ইচ্ছাকৃত সেটাকে বহাল রাখে, তাহলে নামায মাকরূহ হবে এবং গোনাহগার হবে। এই ব্যক্তির নামায দুনিয়ার মানুষের নজরে যদিও শুদ্ধ হয়ে গেছে, তবে আল্লাহর নিকটে এমন নামায কবূল হবে কিনা কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা চাইলে কবূল করবেন, আবার না চাইলে কবূল করবেন না।

এখানে আরও একটি মাসআলা মনে রাখা উচিৎ, যদি কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃত কোন চিন্তায় লিপ্ত হয়, আর সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে যদি ৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণে চুপচাপ থেকে বিলম্ব করে, তাহলে ফরয কিংবা ওয়াজিব রুকুন আদায়ে বিলম্ব হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হবে। ফাতাওয়া শামী ২য় খণ্ডের ৫৬২ নম্বর পৃষ্ঠায় এ মাসআলাটি লেখা আছে।

যাইহোক আমরা আলোচনা করছিলাম, গাফিল ব্যক্তির নামায সম্পর্কে। মনে রাখা দরকার, যে গাফিল ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত গাফিলতির সাথে নামায পড়ে তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা মাউনের মধ্যে বলেছেনঃ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ "ওই সমস্ত নামাযীর জন্য ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের বিশেষ শাস্তি, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন।"

মুহতারম্ ভাই সকল ! এবার আমরা গুরুত্ব সহকারে একটি বিষয় শুনব। যেহেতু বর্তমান যুগে আমরা অধিকাংশ নামাযী নামাযের মধ্যে গাফিলতি ও অন্যমনস্কতার শিকার

এবং শয়তান আমাদের নামাযের মধ্যে নানারকম কুমন্ত্রণা পয়দা করে, তাই অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণ এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে কয়েকটি কৌশল উল্লেখ করেছেন।

(১) ইস্তেঞ্জা অর্থাৎ বাথরুম করার সময় ভাল করে পবিত্রতা অর্জন করা। জেনে রাখা দরকার, বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ইস্তেঞ্জা করার পর পেশাব টপকানোর রোগ আছে। সেজন্য ইস্তেঞ্জা থেকে ফারিগ হয়ে ভাল করে টিশুপেপার ব্যবহার করা জরুরী।

(২) উযু থাক বা না থাক প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ভাল করে পূর্ণাঙ্গরূপে সুন্নাত তরীকায় উযু করা।

(৩) নামায আরম্ভ করার পূর্বে এই ধারণা করা যে, আমি মহাপরাক্রমশালী শাহেনশাহ ‘আল্লাহর’ দরবারে দাড়িয়েছি। যার দরবারে কোনরকম বেয়াদবী ও অন্যমনস্কতা মহা অপরাধ।

(৪) নামায আরম্ভ করার পূর্বে মনে মনে এমন চিন্তা করা যে, এটা আমার জীবনের শেষ নামায। এরপর হয়ত

আমার মৃত্যু হবে।

(৫) নামাযের মধ্যে যে সমস্ত আয়াত ও দুআগুলি পড়বে সেগুলির অর্থ জানা থাকলে তার অর্থের দিকে ভাল করে মনযোগ দেওয়া। আর যদি না জানা থাকে, তাহলে কমপক্ষে এমনটা ভাবা যে, যা কিছু পড়ছি এটা আল্লাহর কালাম। ওগো আল্লাহ ! তোমার কালাম যদিও বুঝি না, তবে তুমি যা বলেছ সেটা আমার জীবনে দান কর।

(৬) ৩টি দুআ প্রত্যেক নামাযের পর নিয়মিত পাঠ করাঃ ১নং- ৩ বার ইস্তেগফার। ২নং- ৩ বার 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রজীম' পড়া। ৪নং- এই দুআটি নিয়মিত পড়া 'আল্লাহুম্মা আয়ি'ন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নী ইবাদাতিক'।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মুজাহাদার নামায।

সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! দ্বিতীয় প্রকার নামায হল, মুজাহাদার নামায। মুজাহাদা মানে, কষ্ট ও পরিশ্রম করা। এর অর্থ হল, নামায আরম্ভ তো করেছে মনযোগ সহকারে নিষ্ঠার সাথে, কিন্তু নামাযের মধ্যে হঠাৎ যখন শয়তান

কুচিন্তা পয়দা করে, তখন শয়তানের বিরুদ্ধে বড় মুজাহাদা ও লড়াই করে সেই কুচিন্তাগুলোকে দূর করার চেষ্টা ও মুজাহাদা করে এবং আল্লাহর প্রতি মনযোগ বৃদ্ধি করে। এই জন্য ওই ব্যক্তির নামাযকে বলা হয়, মুজাহাদার নামায। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, সালিক অর্থাৎ আল্লাহর পথের পথিক। কেননা এ ব্যক্তির মনে যখনই কোন কুচিন্তা আসে, তখনই তার বিরুদ্ধে মুজাহাদা করে, আল্লাহর পথে চলার প্রতি মনযোগ বৃদ্ধি করে। কেননা তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর পথের পথিক হয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা। আর সেই পথে যদি কেউ বাঁধা সৃষ্টি করে, তাহলে তার সাথে লড়াই করা।

মুহ্তারম ভাই সকল ! যে ব্যক্তি এমন মুজাহাদার সাথে নামায আদায় করে যে, শয়তান কিংবা নাফ্স যতই কুচিন্তার বাঁধা- বিপত্তি সৃষ্টি করুক না কেন আমাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতেই হবে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজের রহমত ও বরকতের সমস্ত রাস্তা

উন্মুক্ত করে দিবেন। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা আনকাবূতের ৬৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

“যারা আমাকে পাওয়ার জন্য মুজাহাদা করে, তাদের জন্য আমি আমার সমস্ত রাস্তা উন্মুক্ত করে দিই। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহ্সিনীনদের সাথে আছেন। এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, এই ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত আজ্র ও সাওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন মুজাহাদার সাথে নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

তৃতীয় প্রকারঃ মুরাকাবার নামায।

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! মনযোগিতার দিক দিয়ে নামাযের তৃতীয় প্রকার হল, মুরাকাবার নামায। মুরাকাবা মানে নিগরানী বা পাহারাদারী। যার বাংলা মানে হল, কারোর পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকা। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার নামায মুজাহাদার সাথে পড়তে পড়তে সালিক যখন উন্নতি করে, তখন সে আল্লাহর নিগরানী অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের

অধীনে পৌঁছে যায়। সেজন্য এই ব্যক্তির নামাযকে বলা হয় মুরাকাবার নামায। অর্থাৎ আল্লাহর পর্যবেক্ষণের নামায। এই ব্যক্তিকে তাসাউফের পরিভাষায় বলা হয়, আরিফ। আর আরিফের অর্থ হল, আল্লাহর পরিচিতি লাভকারী।

মনে রাখবেন, নামাযী ব্যক্তির এই মুরাকাবার স্তরটিকে তাসাউফের পরিভাষায় ইহ্সানের নিম্নস্তরও বলা হয়। আর ইহ্সান কাকে বলে এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর ৪৭৭৭ নম্বর হাদীসটি লক্ষ্য করুন। যেটা মুহাদ্দিসীনদের নিকটে 'হাদীসে জিবরাঈল' নামে প্রসিদ্ধ। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীয়ে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের আড়াই মাস পূর্বে একদিন তাঁর মজলিসে হাজির হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ "হে আল্লাহর রসূল ! ইহ্সান কাকে বলে ? নবীজি উত্তরে বলেছিলেনঃ اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " ইহ্সান হল, তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে এভাবে

না দেখতে পাও, তাহলে মনে কর যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।”

এ হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে, ইহ্সানের উচ্চস্তর হল, তুমি ইবাদতের সময় নিজের অন্তরচক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর ইহ্সানের নিম্নস্তর হল, কমপক্ষে এতটুকু মনে করা যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। অতএব তাঁর ইবাদতের সময় কোন প্রকারের বেয়াদবী ও গাফিলতির অবকাশ নেই। এটা হল, ইহ্সানের নিম্নস্তর।

চতুর্থ প্রকারঃ মুশাহাদার নামায।

সুধী বন্ধুগণ ! এবার আলোচনা করব, মনযোগিতার দিক দিয়ে নামাযের চতুর্থ প্রকার সম্পর্কে। চতুর্থ প্রকার নামায হল, মুশাহাদার নামায। মনে রাখবেন, মুশাহাদার শাব্দিক অর্থ হল, স্বচক্ষে প্রদর্শন করা। আর এই মুশাহাদার নামাযের মানে হল, একজন নামাযী যেমন নামাযের প্রথম স্তর গাফিলতি থেকে উন্নতি করে দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ মুজাহাদার দরজায় পৌঁছে গেল, যাকে বলা হয় ‘সালিক’ তথা আল্লাহর পথের পথিক। আবার ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় স্তর

মুজাহাদা থেকে উন্নতি করে যেমন তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মুরাকাবার দরজায় পৌঁছে গেল, যাকে বলা হয় 'আরিফ' তথা আল্লাহর পরিচিতি লাভকারী। তদ্রূপ নামাযের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ মুরাকাবার স্তর থেকেও উন্নতি লাভ করে সেই ব্যক্তি আবার চতুর্থ স্তর অর্থাৎ মুশাহাদার দরজায় পৌঁছে গেল।

অনুরূপভাবে যখন ওই নামাযী তৃতীয় স্তর তথা মুরাকাবার দরজায় ছিল, তখন সে শুধুমাত্র ইহ্সানের নিম্নস্তরে পৌঁছতে পেরেছিল। যে অবস্থায় সে শুধুমাত্র এই মনে করে ইবাদত করত যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আবার যখন সে উন্নতি করে চতুর্থ স্তর তথা মুশাহাদার দরজায় পৌঁছে গেল, তখন সে ইহ্সানের একেবারে উচ্চস্তরে পৌঁছে গেল। অর্থাৎ এখন থেকে সে ইবাদত আদায় করবে এমনভাবে যে, সে যেন আল্লাহ তায়ালাকে নিজের অন্তরচক্ষু দ্বারা সরাসরি মুশাহাদা অর্থাৎ প্রদর্শন করতে পারছে। আর এমন নামাযীকে তাসাউফের পরিভাষায় বলা হয়, কামিল। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক

জগতে পূর্ণতা লাভকারী।

মনে রাখবেন, এই ব্যক্তির নামায হল, সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের নামায। যে নামাযের মধ্যে বিন্দুমাত্র উদাসীনতা, লৌকিকতা ও গাফিলতির সংমিশ্রণ থাকে না। এমন নামায নবীগণের নসীবে সর্বদায়ের জন্য ছিল। আর সাহাবীদের অধিকাংশের ছিল। অনুরূপভাবে সাহাবীদের পরে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, গওস, কুতুব, আবদাল, এবং আল্লাহর খাস বান্দাদের নসীবেও সর্বদায়ের জন্য না হলেও বহুবার ঘটত। আর আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের নসীবেও এমন নামায আদায় করার তাওফীক দান করেন, আমীন।

মুহতারম উপস্থিতি ! যখন কোন বান্দার এই মুশাহাদার নামায আদায় করার তাওফীক নসীব হয়, তখন সেই সময় তার কোন হুঁশ থাকে না। তার বাহ্যিক শরীরে সে কোন আঘাতের কষ্ট অনুভব করে না। কেননা সে ওই সময় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্লাহর দীদারের নিয়ামতে বিভোর আছে।

জেনে রাখা উচিৎ, মি'রাজের রজনীতে যে নামায বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবার থেকে নিজের উম্মতের জন্য গিফ্‌ট স্বরূপ নিয়ে এসেছিলেন, সেটা এমন নামাযই ছিল। যার মধ্যে আমরা যেন মহান আল্লাহর আন্তরিকভাবে দীদার লাভ করতে পারি। এবার আমরা আত্মসমীক্ষা করে দেখি, আমাদের নামায ৪টি পর্যায়ের মধ্যে কোন পর্যায়ের ? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নবীগণ, সিদ্দীকীন ও সালিহীনদের নামাযের মত নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন, আমীন।